[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে জনতার হাতে আটক দুইজন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মধ্যরাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

সোমবার মধ্যরাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামে জব্বার আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন পারদুর্গাপুর গ্রামের আইজুদ্দিনের ছেলে জিনারুল (৪০) এবং একই গ্রামের জব্বার আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন (৪০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত নুরজাহান খাতুন তার স্বামী জব্বার আলীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জব্বার আলী দীর্ঘদিন প্রবাসে অবস্থান করে উপার্জিত প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা স্ত্রীর কাছে পাঠান। অভিযোগ রয়েছে, ওই অর্থের একটি বড় অংশ জিনারুলকে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যরাতে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কক্ষের ভেতরে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় জনতা তাদের আটক করে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের হেফাজতে নেয়।

পুলিশ জানায়, আটক দুইজন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ধারায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ নারী মাদক

ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মমতাজ বেগম (৩০) নামে এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল রোববার রাত ৮টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সন্দেহভাজন হিসেবে মমতাজ বেগমকে আটক করা হলে তার কাছ থেকে ৪০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার মমতাজ বেগম আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং তারেক রহমানের স্ত্রী বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গোপনে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। স্থানীয়ভাবে মাদক সরবরাহের একটি ছোট নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়।

অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্যাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী ব্যথানাশক ওষুধ হলেও অপব্যবহারের কারণে এটি মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি এলাকায় এর অবৈধ বেচাকেনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়মিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সচেতন মহল মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতা অত্যন্ত জরুরি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই (নিঃ) মো. মাসুম বিল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন সলেমানপুর গ্রামের খোদাবাঁচড়া পাড়ার হাসান তারেকের ছেলে নাজমুল হাসান তুমুল এবং মহেশপুরের আলামপুর গ্রামের মিছির আলীর ছেলে মো. বাবুল আক্তার।

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত নাজমুল হাসান তুমুল এলাকায় চিহ্নিত ও কুখ্যাত চোর হিসেবে পরিচিত। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের হেফাজত থেকে বিভিন্ন সময় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর: ০৮, তারিখ: ২২/০২/২০২৬, ধারা: ৪৫৭/৩৮০ (গৃহভঙ্গ ও চুরি)।

পুলিশ জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। চুরি ও অপরাধ দমনে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাগ্নের আঘাতে মামা নিহত, আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের বসন্তপুর জয়ন্তী নগর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে বোনজামাই ও ভাগ্নের মারপিটে মামা কেসমত আলী (৫৬) নিহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কেসমত আলী ওই গ্রামের মৃত সিরাজ সর্দারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, কৃষক কেসমত আলীর সাথে কয়েকবছর ধরে তার ছোট বোনজামাই নবছদ্দির জমি নিয়ে বিরোধ চলছিলো। বৃহস্পতিবার সকালে

নবিছদ্দি ও কেসমত আলীর মধ্যে এ নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই এক পর্যায়ে নবিছদ্দি তারছেলে ও পরিবারের লোকজন কেসমত আলীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ দিকে এ ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত নবিছদ্দি ও তার ছেলে রফিকুলকে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ ফারিয়া তাহসিন বলেন, কেসমত আলীকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিলো। আঘাতজনিত কারণ অথবা স্ট্রোকেও সে মারা যেতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই সঠিক কারণ জানা যাবে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, হত্যার ঘটনায় আমরা দুইজনকে আটক করেছি। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলে সেই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হবে।

দর্শনায় প্রবাসীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি বদ্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় হুমায়ুন হোসেন নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর কাছ থেকে (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) ৫০০ রিঙ্গিত ও ২০ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছিনতাইকারীর কবলে পড়া হুমায়ুন হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার শেওড়া গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে হুমায়ুন হোসেনের ভাষ্যমতে, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের রাজু আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া ছিলেন। রাজু তার পরিবারের সমস্যা ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ধার নেয় এবং এক মাস পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজু তা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে।

আমার পাওনা ধারের টাকা নিতে রবিবার আমি চুয়াডাঙ্গার ধান্যঘরায় রাজুর বাড়িতে যাই। এ সময় রাজুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসার পর রাজু বলে, ‘আমার ভাই রানা তোমাকে টাকাটা দেবে, তুমি রানার সঙ্গে যাও।’ তখন রানা আমাকে একটি বাসার ভেতরে নিয়ে যায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে এলোপাতাড়িভাবে মারধর শুরু করে এবং আমার কাছে থাকা মালয়েশিয়ার ৫০০ রিঙ্গিত ও বাংলাদেশি নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় দর্শনা থানা পুলিশকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে।দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে থানায় হুমায়ুন হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

মুজিবনগরে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ায় জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত-৫, আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরের জয়পুর গ্রামে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জামায়াত-বিএনপির ৫ জন সমর্থক আহত হয়েছে। এসময় দুইজন কে আটক করে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, বিএনপি সর্মথক আশাদুল ও জামায়াত সর্মথক-বাইজিদ, আবু ওবাইদা, মাহাফিজুর রহমান রিটন ও আইনাল গাজী। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজন জামায়াত কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আটকৃতরা হলেন, শহিদুল ও আশরাফ হোসেন।

পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর

গ্রামে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজ দূরে বিএনপি এবং জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বিজিবি ঘটনাস্থে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে জয়পুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রধান কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এসময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত সমর্থক দুই কর্মীকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৭৯ হাজার টাকা সহ জামায়াত নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের রিজিয়া খাতুন প্রভাতী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৭৯ হাজার টাকা রাখার অভিযোগে জামায়াতের এক ওয়ার্ড সভাপতিকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তাকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। আটক ব্যক্তি হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি শরিফ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরে তার কাছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা থাকার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আসে। এ সময় তার কাছে থাকা ৭৯ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরতরা তাকে টাকাসহ আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই

বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।